কতোগুলো বিক্ষিপ্ত কবিতাকে একত্রিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই সংকলন। বিভিন্ন সময়ে একক, কবি ও কবিতা, ধ্রুপদী, সাপ্তাহিক বসুমতী, পুনশ্চ, ক্রান্তদর্শী, অন্বিষ্ট, কবিতা সাপ্তাহিক, সখী-সংবাদ, সাম্প্রতিক ইত্যাদি পত্রিকায় আমার কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে তারই কয়েকটি কবিতা সংকলিত হলো। নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজেকেই একমাত্র বিচারক মনে করেছি।

সূ চী প ত্র

আমার বাবা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

শ্রীচরণেষু

। আমাদের অন্যান্য বই ।

সুধীরকুমার মিত্র : হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ

১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড দাম একত্রে ২৬ টাকা

পলাশ মিত্রের

মনে পড়ছে দাম ১'২৫

রেলকম ঝমাঝম দাম ১'৫০

। প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ ।

আভা মিত্র : কুণ্ঠিত ফুলগুলি

সুচেতা ভট্টাচার্য : প্রসারিত দক্ষিণ বাহু

শিবশম্ভু পাল : ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়

কালীকৃষ্ণ গুহ : নির্বাসন, নাম, ডাকনাম

অশোক দত্ত চৌধুরী : ছিলো বৃক্ষলতা, ছিলো নাম

পলাশ মিত্র : পাখির প্রশ্নে নিরুত্তর

প্রান্তরে সূর্য বদলের ছায়া

কতো দিন আমি তো ভেবেছি

আমি তো চেয়েছি দিতে কতো দিন লাল ফুলগুলো,
শ্বেত পাথরের বেদী—লাল ফুলে ঢেকে দেবো আমি।
মন্দিরের ঘণ্টা বাজে, কতো দিন আমি তো ভেবেছি
গান গাবো।   কতো দিন গান গাবো পবিত্র প্রাঙ্গণে।
কতো দূরে চলে যায়, ঘণ্টা বাজে, মন্দিরের পথ,
ফোটাতে চেয়েছি ফুল প্রতিদিন, সব আশা দিয়ে।
রক্ত ঝরে আঙুলের, রক্ত ঝরে আমার বুকের,
ফুলগুলো ফোটে না তো।   লাল রঙ শুধু ম্লান হয়।

স্তব্ধ রাতে কতো দিন ঘণ্টা বাজে কান পেতে শুনি,
মন্দির যাবার পথ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।
রক্তাক্ত আঙুল, বুক, দুই হাতে তবু লাল ফুল
পবিত্র বেদীর পাশে রেখে দেবো রক্তাক্ত হৃদয়।

রক্ত গোলাপ

যদি কিছু দিতে চাও
তাহলে
রক্ত গোলাপ।
আমি অনেক দিন চেয়েছি
গোলাপের ছবি আঁকতে
বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরিয়ে
আঙুলের সেই গোলাপটা
তৈরি হচ্ছিলো
তারপর
কালো হয়ে গেলো।
অথচ
আমি রক্ত গোলাপই চেয়েছি

যদি কিছু দিতে চাও
তাহলে
রক্ত গোলাপই দিও।

জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে

জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে হাওয়া আসে,
নদীর ধার তখন বড়ো প্রিয়। তখন নদী
শান্ত নয়, উত্তাল নয়। তখন ব্যথা
এবং কবেকার ভালোবাসার স্মৃতিতে সুখ।

জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে ভালোবাসা
কখন জন্ম হয়েছিল। তাকে মনে
পড়ে না। অথচ আজ এই নদীর ধারে
জ্যোৎস্নায় আমি, আমার ভালোবাসার
স্মৃতি।

আমি এখন বহুদিনের পুরোনো
ফুলের সুগন্ধ নিয়ে নাড়াচাড়া করি।
সে ফুল আমারই হাতে একদিন দলিত।
এই নদীর ধারে নৌকো ছিল। মাঝি ছিল।
এখন শুধু স্মৃতি।

এখন জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে
হাওয়া, নদীর ধারে আমি, আমার
ভালোবাসার স্মৃতিকে ধরে রাখি।

একবারই

এসো তুমি এসো একবারই শুধু
একবারই এই রক্ত পলাশে
ছুঁয়েছি দু-হাত। আহা বৃষ্টির
ঝাপ্‌টা এখন রূপকথা মাঠ।
মাঠের ওপর রক্ত পলাশে
একবার শুধু দু-হাত ছোঁয়াও।

বড়ো অবসাদ. ঘুম নয় আর
মাঠভরা ধুলো দু-চোখে মেখেছো
আহা বৃষ্টির ঝাপ্‌টা নামুক
চুম্বনটুকু থাক লেগে থাক
বুকের ভেতর। এসো তুমি এই
রক্ত পলাশে দু-হাত ছোঁয়াও
একবারই শুধু একবার আহা।

এখানে এতো হলুদ ফুল আছে

এখানে এতো হলুদ ফুল আছে
কে জানতো ?
সারাদিন তোমাকে ভাবি
হলুদ ফুল
তুমি এখন কতো দূরে ?
আমার একলা দিনগুলো
ফুলদানিতে হলুদ ফুলের তোড়া
আমার একলা দিনগুলো
তোমার নাম
তোমার প্রিয় রঙে
এখন আমার দিন।

এখানে এতো হলুদ ফুল আছে
কে জানতো ?

সেই অসম্ভব ভাবনা

সূর্য তো দিক-বদল করেছে বহুক্ষণ
এখনো ঘরে ফেরার সময় আসেনি ?
শূন্য প্রান্তরের ওপর আমার জানালা
বন্দরের প্রথম জাহাজ দেখতে পায়
নাবিকের দিকে তাকালে
দুঃসাহসের ছায়া
কে যেন পেছন থেকে সময়ের ইঙ্গিত দিয়ে গেলো
এখনো ঘরে ফেরার সময় আসেনি ?

দিক্-পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে
সেই অসম্ভব কথাটা ভাবি
এতকাল সেই কথাটা
তোমার আমার বহুজনের
ভাবনাকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে খেলা করেছে
মাথায় কখন যন্ত্রণা
বুকে কখন স্পন্দিত সমুদ্র
আর প্রান্তরে সূর্য বদলের ছায়া নামে
এখনো ঘরে ফেরার সময় আসেনি ?

অনেক ক্ষতির দিন

অনেক ক্ষতির দিন
তোমার মুখের ভাঁজে দেখা যায়
এই বিকেলের স্বপ্ন
নরম রোদের আসা-যাওয়া
পালানো-মাঠের ছায়া
আর এক অফুরান ক্ষতি।

তোমার মুখের ভাঁজে
অনায়াসে কতো রেখা
দেখা যায়
বাড়ি-ঘর, পুরোনো আমের গাছ
আমাদের শৈশবের দিঘি।
তারপর রেখা পড়ে
ঘন হয়ে যায় ছবিগুলো
শুধু থাকে
অনেক ক্ষতির দিন।

আশ্চর্য বিকেলগুলো

আশ্চর্য বিকেলগুলো একমুঠি নরম রেশম
পাখির পালক যেন বুক থেকে খসে পড়ে গেছে
হাতে তুলে নিয়ে দেখো। মনে হয় আশ্চর্য বিকেল।

আশ্চর্য বিকেলগুলো। পাখি নেই পাখির পালক
বুকের কোথায় যেন খসে গেছে বোঁটা থেকে ফল
গোলাপি আনন্দটুকু মনে হয় বড়ো ভারহীন
পালকের কোমলতা হাতে নিয়ে দুর্বোধ্য আরাম।

আশ্চর্য বিকেলগুলো। কী যেন বলার ছিল তাকে
দেখে তার টিয়া-রং শাড়ির আঁচলটুকু আর
কপালের কালো টিপ, এলো-মেলো ঝুরো চুলগুলো।
কী যেন বলার ছিল—পলাতক হঠাৎ বিকেল।

প্রান্তরে ঝরেছে ফুল—কয়েকটি পাপড়ি ফুলের
কুড়িয়ে নেবার বড়ো অভিলাষ ছিল মনে মনে
কখন নেমেছে ছায়া। ঘরে ফিরে গেছে এক পাখি
কুড়িয়ে নিয়েছি তার বুক থেকে খসা এ পালক।

সমস্ত উত্তরপথ

এখনো কী অন্ধকার। সমস্ত উত্তরপথ ঘিরে
মরু-কুয়াশার মতো সুদুর্লভ ঘনায়িত ছায়া
রাত্রির রহস্য সব স্থিরবৃন্ত ফুলের কোরক
সমস্ত উত্তরপথ একাকী স্বপ্নের অনুগামী।

শ্রমণের পদধ্বনি ক্রমশই দূরবর্তী হয়
ডুবে যায় আরো আরো কোনো এক গভীর প্রদেশ
সমস্ত উত্তরপথ সংহত শ্রবণে শুনে যায়
শ্রমণের পদধ্বনি অন্ধকারে নৈঃশব্দ-গুহায়।

সমস্ত উত্তরপথ তোমার চোখের মণি দেখি
অন্ধকারে চেয়ে আছে কী যেন আশ্বাস পাবে বলে
কোন্ পদচিহ্ন তার ধ্যানে থাকে অক্ষত মহিমা
কুয়াশার মতো সব অন্ধকার মুছে দিতে চায়।

সমস্ত উত্তরপথ অতন্দ্র আগ্রহে স্থির থাকে,
সমস্ত উত্তরপথ শ্রমণের পদধ্বনি শোনে।

ঘরের মধ্যে ভালোবাসার মুখ

আমার ঘরের মধ্যে ভালোবাসার মুখ।
এখনো আশ্চর্য সব ফুলের স্তবকগুলো
সারাক্ষণ দেখা যায়।

ওইখানে তুমি মুখ ঢেকে
জানালার পর্দা সরিয়ে কিছু বলতে চেয়েছো।
ঘরের মধ্যে আমি কখন বুকে হাত রেখেছি
প্রতিশ্রুতি পালন করবো বলে আকাশের দিকে।

আমার ঘরের মধ্যে আকাশ যখন স্মরণীয়
তোমার চোখে সেই ছবিটা—জলরঙে
কেমন আবছা নীলাভ ছায়া।
গত বছরের কোনও কঠিন সংকল্প
ঘরের মধ্যে ছিল। হাত বাড়িয়ে
তোমাকে ছুঁলাম। তোমাকে—
আমার বুকের মধ্যে অজস্র ফুলের স্তবক
আমার ঘরের মধ্যে ভালোবাসার মুখ।

পর্যাপ্ত ফুলের দিনে

পর্যাপ্ত ফুলের দিনে শঙ্কিত বিমর্ষ হয়ে থাকি
ফুলের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবো কিনা তাই ভাবি।
সমস্ত পথের মধ্যে ছড়ানো পুষ্পিত দিনগুলো
আমার দুঃসহ চিন্তা, আমাকে নিঃসঙ্গ করে রাখে।

মাঝে মাঝে দোর খুলে আশ্চর্য বিস্মিত হয় চোখ
এই সব জনাকীর্ণ পথের অনেকখানি জুড়ে
পর্যাপ্ত ফুলের দিন। রঙের বিচিত্র সমারোহ
বুকের নিভৃতে সব কুসুম-কোরক ফুটে ওঠে।

তবুও সন্ধ্যায় সেই বিষণ্নতা, নিঃসঙ্গ জীবন,
পর্যাপ্ত ফুলের দিনে ওদের মৃত্যুর কথা ভাবি।

ফুলগুলো রেখে দাও

ফুলগুলো রেখে দাও জ্যোৎস্নার ভেতরে ওইখানে
ওইখানে শবাধারে বিশ্রামের জন্য শুয়ে আছে
আমারি গভীর সত্তা।

নীলাভ মৃত্যুর প্রিয় মুখ
দেখেছি অনেক রাত্রে জ্যোৎস্নার কোমল আলোতে,
যেখানে সবুজ ঘাস, যেখানে নির্জন সব দ্বীপে
রাত্রির নরম আলো—সেইখানে আছে শবাধার
মৃত্যুর বুকের মধ্যে নিবিড় আদরে শান্ত স্থির
আমারি গোপন সত্তা।

এসো একবার শুধু তুমি
ফুলগুলো রেখে দাও জ্যোৎস্নার ভেতরে এইখানে
আমার আকাঙ্ক্ষা যতো ওইখানে নত হয়ে আছে।

অন্ধকারে

অন্ধকার গুহা থেকে চোখ মেলে তাকালাম দূরে
অসহ্য আলোর মধ্যে, অন্ধ চোখে শুধু তাকালাম।
চতুর্দিকে পৃথিবীর অরণ্য-পর্বত অন্ধকার
অজস্র আলোর মধ্যে অন্ধকার হলুদাভ দেখি।

এখানে আমাকে আমি দেখি এক অন্ধকারেই
আমার ভেতরে আমি জেগে উঠি একাগ্র সত্তায়
আমার ভেতরে আমি—লোভ, ঈর্ষা, দয়া, ক্ষমা, প্রেম
আমার ভেতরে আমি অনেক সত্তায় পূর্ণ হই।

অন্ধকার ভালোবাসি। একান্ত আদিম অন্ধকার,
হিংস্র শ্বাপদের চোখ জ্বলে ওঠে ব্যর্থ কামনায়,
বিকৃত চিৎকার ওঠে। শব্দহীন সেই অন্ধকারে
স্পষ্ট হয় নগ্ন আত্মা। ক্রমশই স্পষ্টতর হয়।

অথচ এ-অন্ধকার আমার ভেতরে আমি জাগি
কান্নাগুলো গান হয়। অন্ধকারে সব ফুল ফোটে।

আলো জ্বেলে দাও

এই-ঘরে অনেক প্রদীপ জ্বেলে দাও।
মুখোমুখি সারাক্ষণ
আলোকিত দৃশ্যগুলি অনুভব করি।
কতো দিন দেখিনি আলোতে
স্থির শুভ্র আলো জ্বেলে
দেখিনি তোমার মুখ।

এইখানে এবারের মন্থর আশ্বিনে
নিবেদিত বেদীমূলে
তোমাকে বসাবো
কবে যেন
ভেবেছি একান্তে শুধু।

আলো জ্বেলে দাও তুমি
নিবেদিত ফুলগুলি বেদীমূলে থাক।
মুখোমুখি এ-আলোকে
তোমারই ধ্যানের মুখ দেখি।

ইতিহাস

পরিত্যক্ত পূজাবেদী আশ্বিনের ধূসর সন্ধ্যায়।
তরুণ পূজারী তবু শেষ মন্ত্র উচ্চারণ করে
অলৌকিক শক্তি ভিক্ষা করেছিল ঈশ্বরের কাছে।
কে যেন চিৎকার করে ইতিহাস ইতিহাস বলে
তত্ত্ব ও তথ্যের বোঝা প্রমাণের অজস্র প্রয়াসে
ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো। তরুণ পূজারী সেইখানে
শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ললাটে তিলক এঁকে নিলো।
অগ্নিতে সমিধ জ্বেলে প্রধূমিত দীপ্ত হলো শিখা।

ইতিহাস ইতিহাস বলে তবু অজস্র চিৎকার
যজ্ঞবেদী-প্রান্তে এসে নিভে যায় মুহূর্তেই সব,
অলৌকিক মন্ত্রগুলো শক্তিহীন জিজ্ঞাসার মতো
কেবলি আহত হয়ে ফিরে আসে বিষণ্ণ সন্ধ্যায়।

শেষ রক্তরশ্মি জ্বলে পূজারীর তরুণ ললাটে
পরিত্যক্ত পূজাবেদী অন্ধকারে মৃত ইতিহাস।

স্বপ্ন

সহসা সমস্ত মেঘ ভারহীন এলোমেলো দেখি
কারা যেন গান গায়— কারা যেন গান গেয়ে ওঠে,
ঘাস নিড়োবার শব্দ, মাঠের ওপর যারা ছিল
কারা যেন গান গায় এ-কথা গোপন করে রাখে।

সমস্ত প্রান্তরে শুনি কী অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তার
আমি কি কৈশোরে কোনো বিদ্রোহের দুন্দুভির সুরে ?
অম্লান ফুলের দল কাঁপে যেন ঝড়, আলো, হাওয়া
কৈশোরের রৌদ্র যেন ওই মাঠে অসংবৃত হলো।

চিৎকারের মতো ওই কারা যেন গান গেয়ে ওঠে ;
আকাশ অমল স্থির, আশ্চর্য নীরব হয়ে আর
ফসল-তোলার মাঠে যে-কজন বৃদ্ধ গ্রামবাসী
চোখেব বিস্ময় মৃত বধির শ্রবণে কাজ করে।

গানগুলো সুরগুলো সেই মাঠে ফিরে গিয়েছিল,
আমি কোন্ কৈশোরের স্বপ্ন এবং বিদ্রোহের
গান শুনি সুর শুনি প্রান্তরে ফসল-খেতে একা,
কারা যেন গান গায় কৈশোরের রৌদ্রতপ্ত মাঠে।

সম্ভাবনা

গভীর রাতে
আমার দরজায় মৃদু আঘাত।
ওরা আসে
সেই রাত্রির সুগন্ধ গায়ে নিয়ে
ভিজে চুলের ছিটে
ছড়িয়ে দেয় ঘুমন্ত মানুষের দরজায়।

গভীর রাতে
দ্রুত সঞ্চরমান পদশব্দ
নক্ষত্রের চোখে চোখ রেখে
কর্তব্য পালন করে যায়।

একদিন ঘুমের মধ্যে
সেই খবর;
দেখলাম ভোর হয়ে আসছে,
ডানা-ঝাপ্‌টানো কাক
কেটে কেটে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার।

অন্বেষণ

জানি না
কখন এই শেষ-বিকেলের আলোয়
ফুল ফুটে উঠেছিল।
আমাদের দক্ষিণের ছাদে
ময়ূরের পালক
মনে পড়ে।

জানালায় ফুলের গন্ধে
আমার প্রথম জন্মদিন
ওই শেষ-বিকেলের আলোর মতো
আছড়ে পড়ছে চারদিকে।
তারই
এক টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে
দেখলাম
ঘর-ফেরা বাউলকে।

তার গৈরিক আংরাখা
এই শেষ-বিকেলে
জানি না
কখন ময়ূরের পালক হলো
কখন ফুলের গুচ্ছ।

রূপকথা

অনেক স্বপ্ন চোখে এখন হীরের কুচি
মুঠোয় তুলে নেবোই জানি প্রহরগুলো
ভিড় সরিয়ে এগিয়ে চলো নিরিবিলি
বেশ লাগে এই ঝালর-ঝোলা সন্ধেবেলা।

তোমার চোখে আকাশ-ভরা তারা শুধুই
তোমার মনে ঝিনুক-ভরা মুক্তোদানা
মুঠোয় ভরে নেবোই জানি প্রহরগুলো
আলোর ময়ূরপঙ্খী এবার ভাসলো জলে।

স্বপ্ন স্বপ্ন ঝলমলে সব মনের ভেতর
তুমি কেমন স্থির রয়েছো চোখে আকাশ
মুঠোয় তুলে নেবোই জানি প্রহরগুলো
তোমার চোখের আকাশ এখন আমার হাতে।

আশ্রয়

তোমার বুকের মধ্যে দেখেছি সেদিন
একটি পাখির স্বপ্ন সোনা হয়।
তোমার বুকের মধ্যে একটি মুখর পাখি
হারায় কাকলি।

তোমার বুকের মধ্যে
পাখির পালক কাঁপে দেখো
আশ্চর্য উষ্ণতা দিয়ে ঢেকে দাও
ঢেকে দাও
জল-ঝড় অনেক ব্যথার দিনগুলো
কোমল বুকের মধ্যে।
বহুমূল্য মণি
তোমারি দু-চোখে আমি দেখেছি সেদিন।

তোমার বুকের মধ্যে
ভীরু পাখিটির সব স্বপ্ন সোনা হলো।

লাল গোলাপের গুচ্ছ

লাল গোলাপের গুচ্ছ হাতে দিলে
অনেক স্বপ্নের জলে স্নান-করা
বুকের রক্তের ফুলগুলি
হাতে তুলে দিলে প্রিয়তম।

বহু যন্ত্রণার শেষে মন্দিরে প্রবেশ করে তরুণ পূজারী
বহু যন্ত্রণার অর্ঘ্য ঈশ্বরের পায়ে নিবেদন।
অনেক রক্তের বিন্দু সৃষ্টি করে
লাল গোলাপের গুচ্ছ।

তোমার বুকের মধ্যে আশ্চর্য সুন্দর সৌধ
তোমার বুকের মধ্যে যুদ্ধক্ষত আনন্দ-সঞ্চয়
লাল গোলাপের গুচ্ছ
আমার পরম উপহার।

লাল গোলাপের গুচ্ছ
বুকের ভেতর রেখে দেবো।

স্বপ্নেরা কথা বলে

দেখেছি অনেক রাত্রে ফেনশুভ্র জ্যোৎস্নার শরীরে
অশরীরী স্বপ্ন সব আশ্চর্য আনন্দে পায় দেহ,
মানুষের চোখে ছিল কতো লক্ষ বছরের হীরে
যেখানে স্বপ্নের জন্ম ; সন্ধান রাখেনি যার কেহ।

আমি সেই স্বপ্নদের দেখেছি রাত্রির অন্ধকারে
দেহ থেকে রূপ পেলো, রূপ থেকে তরঙ্গিত গতি
কোন্ ক্লান্ত পাঁজরের গোপন প্রাসাদে বন্ধ-দ্বারে
দেহহীন স্বপ্ন ছিল প্রত্যাশায় সকরুণ অতি।

অথচ আশ্চর্য আজ জ্যোৎস্নার শরীরে নীল নীল
স্বপ্নেরা বলেছে কথা। কান পেতে সব শোনা যায়
সমস্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে অজস্র ঐশ্বর্যে ঝিলমিল
মানুষের দেখা স্বপ্ন অশ্রুত অপূর্ব গান গায়।

প্রান্তরে সূর্য বদলের ছায়া

প্রান্তরে সূর্য বদলের ছায়া
ফসল-তোলার মাঠে
সেই বাউল পাখিরা ফিরে গেলো।
আলোর মধ্যে
ছায়ার মধ্যে
ঘরে ফেরার দিন
আমারই
পায়ের নিচে প্রতিশ্রুতি ছিল।
বুকের ভেতর
একটি পাখির ছেঁড়া ডানা
যে-পাখি
ঘরে ফিরতে পারেনি।

প্রান্তরে সূর্য বদলের ছায়া
জন্মদিনের মাঠে
আমি ঋজু স্থির।
ঘরে ফেরার দিনে
কেন শূন্য প্রান্তরে একা
কেন বুকের মধ্যে
হারানো পাখির ডানা।

অথচ
ঘরের মধ্যে

বাতিদানের ভেতর কাঁপা-আলো
কে যেন প্রতীক্ষায় ছিল
ত্থ-একটা ফুল
ঝরে পড়েছিল বারান্দায়
হাওয়ায় দরজা নড়লে
সে চমকে উঠেছিল।

প্রান্তরে সূর্য বদলের ছায়া
সেই পাখিটির ঘরে ফেরার দিন
যার ছেঁড়া পালক
শূন্য প্রান্তরে দাঁড়িয়ে
আমারই
বুকের মধ্যে কাঁপে।